ঃ- বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিমঃ-

গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশ ভারোত্তোলন ফেডারেশন

গঠনতন্ত্র
বাংলাদেশ ভারোত্তোলন ফেডারেশন

ধারা-১ ঃ শিরোনাম, সংজ্ঞা ও পরিচিতি

ধারা-২ ঃ ফেডারেশনের পতাকা

ধারা-৩ ঃ কার্যক্রমের আওতা ও পরিধি

ধারা-৪ ঃ সংজ্ঞা ও স্বীকৃতি

ধারা-৫ ঃ কার্য পরিধি

ধারা-৬ ঃ এফিলিয়েটেড (Affiliated) সংগঠন

ধারা-৭ ঃ সাধারণ পরিষদ গঠন

ধারা-৮ ঃ সাধারণ পরিষদের কার্যপরিধি ও ক্ষমতা

ধারা-৯ ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদ

ধারা-১০ ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের দায়িত্ব ও কার্যপরিধি।

ধারা-১১ ঃ তহ্বিল ও হিসাব নিরীক্ষা

ধারা-১২ ঃ উপ-কমিটি

ধারা-১৩ ঃ গঠনতন্ত্র সংশোধন

ধারা-১৪ ঃ সদস্যপদ বাতিল

ধারা-১৫ ঃ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

ধারা-১৬ ঃ শূন্যপদ পূরণ

ধারা-১৭ ঃ সভার কোরাম

ধারা-১৮ ঃ বৈধতা/সংশোধনী।

Mohammad

ধারা-১ ঃ শিরোনাম, সংজ্ঞা ও পরিচিতি ঃ

১.১ ঃ **সংগঠনের নামঃ**
এই ফেডারেশন "বাংলাদেশ ভারোত্তোলন ফেডারেশন" নামে পরিচিত হবে।

১.২ ঃ **সংক্ষিপ্ত নামঃ**
বাংলাদেশ ভারোত্তোলন ফেডারেশনের সংক্ষিপ্ত নাম হবে বি,ডব্লিউ,এফ(BWF)।

১.৩ ঃ **সদর দপ্তর** ঃ ফেডারেশনের সদর দপ্তর থাকবে ঢাকায়।

১.৪ ঃ **মর্যাদাঃ**
বি,ডব্লিউ,এফ বাংলাদেশের প্রধান এবং সর্বোচ্চ ভারোত্তোলন কর্মকান্ডের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হবে।

১.৫ ঃ **দাপ্তরিক ভাষাঃ**
বাংলাদেশ ভারোত্তোলন ফেডারেশনের দাপ্তরিক ভাষা হবে বাংলা। তবে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করা হবে। দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও প্রয়োজনবোধে ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করা যাবে।

১.৬ ঃ **ফেডারেশনের অর্থঃ**
এই গঠনতন্ত্রে বর্ণিত ও দাপ্তরিক কর্মকান্ডে "ফেডারেশন" বলতে বাংলাদেশ ভারোত্তোলন ফেডারেশনকে বুঝাবে।

১.৭ ঃ **এফিলিয়েটেড (Affiliated) সংগঠনের অর্থঃ**
আওতাভুক্ত সংগঠন বলতে সরাসরি বি,ডব্লিউ,এফ-এর ক্রীড়া কর্মকান্ডের সাথে বৈধভাবে জড়িত গঠনতন্ত্রের ধারা ৬-এ উল্লেখিত সংস্থা, ক্লাব সমূহকে বুঝাবে।

১.৮ ঃ **সাধারণ পরিষদের অর্থঃ**
সাধারণ পরিষদ বলতে অত্র গঠনতন্ত্রের ধারা-৭ অনুযায়ী গঠিত সাধারণ পরিষদকে বুঝাবে।

১.৯ ঃ **কার্যনির্বাহী পরিষদের অর্থঃ**
কার্যনির্বাহী পরিষদ বলতে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গনতান্ত্রিক উপায়ে ফেডারেশনের নির্বাহী কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য নিয়মতান্ত্রিকভাবে গঠিত কমিটি বুঝাবে।

১.১০ ঃ **ফেডারেশন সদস্যদের অর্থঃ**
"সদস্য" বলতে কেবলমাত্র নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যকে বুঝাবে।

ধারা - ২ ফেডারেশনের পতাকা ও প্রতীক ঃ

বাংলাদেশ ভারোত্তোলন ফেডারেশনের নিজস্ব পতাকা এবং লোগো থাকবে এই পতাকা এবং লোগো সাধারন পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত থাকবে।

ধারা - ৩ কার্যক্রমের আওতা ও পরিধি ঃ

সমগ্র বাংলাদেশের ভারোত্তোলন কার্যক্রম বাংলাদেশ ভারোত্তোলন ফেডারেশনের আওতাভূক্ত থাকবে।

ধারা - ৪ সংজ্ঞা ও স্বীকৃতি ঃ

৪.১। এই ফেডারেশন সাউথ এশিয়ান ভারোত্তোলন ফেডারেশন, এশিয়ান ভারোত্তোলন ফেডারেশন ও আন্তর্জাতিক ভারোত্তোলন ফেডারেশনের সাথে সংযোগ রক্ষা করবে এবং যথানিয়মে নিবন্ধন(affiliation) বজায় রাখবে।

WG. CDR. MOHYUDDIN AHMAD (Retd.)

৪.২। এই ফেডারেশন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের স্বীকৃতি গ্রহণ করবে ও বজায় রাখবে এবং বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সাথে সম্পৃক্ততা বজায় রাখবে।

৪.৩। এই ফেডারেশন খেলার সাংগঠনিক ধারাবাহিকতা বজায় রেখে যে কোন ক্রীড়া সংস্থাকে আওতাভুক্ত করতে পারবে।

৪.৪। এই গঠনতন্ত্রের ক্রীড়া/খেলা বা ক্রীড়াবিদ/খেলোয়াড় বলতে ভারোত্তোলন ও ভারোত্তোলক খেলোয়াড়/সংগঠক বুঝাবে।

ধারা-৫ কার্যপরিধিঃ

বাংলাদেশ ভারোত্তোলন ফেডারেশনের নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম থাকবে ঃ-

৫.১। বাংলাদেশ ভারোত্তোলন ফেডারেশনের যাবতীয় কার্যক্রম সমগ্র বাংলাদেশে প্রচার, প্রসার, উন্নয়ন, নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় করা।

৫.২। আঞ্চলিক/আন্তর্জাতিক ফেডারেশন থেকে স্বীকৃতি গ্রহণ।

৫.৩। জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও অন্যান্য সংস্থাকে ভারোত্তোলন পরিচালনার স্বীকৃতি প্রদান।

৫.৪। ভারোত্তোলন প্রশিক্ষণের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও কার্যক্রম তৈরী ও বাস্তবায়ন।

৫.৫। ভারোত্তোলনের মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করা।

৫.৬। জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতা, টুর্ণামেন্ট, প্রদর্শণী খেলার আয়োজন করা।

৫.৭। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ও টুর্নামেন্টে জাতীয় দলের অংশগ্রহণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

৫.৮। দরিদ্র ও কৃতি খেলোয়াড়দের কল্যাণে সম্ভাব্য সহায়তা প্রদান করা।

৫.৯। সংশ্লিষ্ট ক্রীড়া সংস্থা/সংগঠনসমূহকে সম্ভাব্য মঞ্জুরী সুবিধাদি প্রদান।

৫.১০। খেলার উপর বই, পত্রিকা, স্বরণিকা প্রকাশ ও গ্রন্থাগার স্থাপন।

৫.১১। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্রীড়ার উপর সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা শিবিরের ব্যবস্থা করা।

৫.১২। ক্রীড়া সংস্থা/সংগঠন/ক্রীড়াবিদদের মধ্যে শৃঙ্খলার নিশ্চয়তা বিধান করা।

৫.১৩। বিভিন্ন কমিটি ও উপ-কমিটি গঠন এবং উহার কার্যপরিধি সুনির্দিষ্ট করে দেয়া।

৫.১৪। উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক হতে পারে এমন প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন অথবা বাংলাদেশ সরকার অথবা সংশ্লিষ্ট খেলার আঞ্চলিক/আন্তর্জাতিক সংস্থার নির্দেশাবলী পালন করা।

৫.১৫। বাংলাদেশ ভারোত্তোলন ফেডারেশন নিজস্ব কর্মসূচীর মাধ্যমে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষন করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

৫.১৬।সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা পরিচালনার লক্ষ্যে রেফারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা করা।

ধারা-৬ ঃ এফিলিয়েটেড (affiliated) সংগঠনঃ

ক. জেলা ক্রীড়া সংস্থা/বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা
খ. বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড;
গ. বাংলাদেশ নৌবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড;
ঘ. বাংলাদেশ বিমানবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রন বোর্ড;
ঙ. বাংলাদেশ রাইফেলস্ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড;
চ. বাংলাদেশ পুলিশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড;
ছ. বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি ক্রীড়া নিয়ন্ত্রন বোর্ড;
জ. প্রতিটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড;
ঝ. করপোরেশন সমূহ;
ঞ. সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ;
ট. বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ;
ঠ. মহিলা ক্রীড়া সংস্থা;
ড. ভারোত্তোলন ক্লাবসমূহ (অনধিক পনের টি)

৬.১। জাতীয় পর্যায়ের কোন সংস্থা যদি এই ফেডারেশনের এফিলিয়েশন পেতে আগ্রহী হয়, তবে তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে পরবর্তী কাউন্সিল অধিবেশনের অনুমোদন সাপেক্ষে উক্ত সংস্থাকে এই সংগঠনের অন্তর্ভুক্তি করা যাবে। এফিলিয়েশন ফি/বাৎসরিক চাঁদা কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হারে এফিলিয়েটেড সংস্থাকে প্রদান করতে হবে।

ধারা – ৭ সাধারণ পরিষদ গঠনঃ

৭.১। বাংলাদেশ ভারোত্তোলন ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদ নিম্নবর্ণিত প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত হবেঃ-

৭.২। ধারা-(ক-ঠ)-এ বর্ণিত সংগঠনসমূহের প্রতিনিধি থাকবে একজন করে।

৭.৩। ভারোত্তোলন ক্লাবসমূহের পারফরমেন্স রেকর্ডের ভিত্তিতে অনধিক ১৫টি ক্লাবের ১৫জন প্রতিনিধি।

৭.৪। ভারোত্তোলন রেফারী এসোসিয়েশনের একজন প্রতিনিধি।

৭.৫। নির্বাচনের অব্যাবহিত পূর্বের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক।

৭.৬। বাংলাদেশের কোন প্রতিনিধি সাফ, এশিয়ান অথবা আন্তর্জাতিক ভারোত্তোলন ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটির সদস্য হলে তিনি তার মেয়াদকালীন সময় পর্যন্ত সাধারণ পরিষদের সদস্য থাকবেন।

৭.৭। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের ৫ (পাঁচ) জন প্রতিনিধি।

৭.৮। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের একজন প্রতিনিধি (যদি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সমন্বয়কারী সংস্থা থাকে)।

৭.৯। স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার ও একুশে পদকপ্রাপ্ত ক্রীড়াবিদ/সংগঠক সরাসরি সাধারণ পরিষদে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে।

ধারা – ৮ ঃসাধারণ পরিষদের কার্যপরিধি ও ক্ষমতা ঃ

৮.১। সাধারণ পরিষদের ও ৩(তিন) ভাগের ২(দুই) ভাগ সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে সংবিধানের যে কোন ধারার পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বাতিল করা যাবে।

৮.২। সাধারণ পরিষদ, কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক পেশকৃত বার্ষিক অডিট রিপোর্ট অনুমোদন করবে। সাধারণ সম্পাদক ফেডারেশনের কর্মকান্ডের প্রতিবেদন পেশ করবেন এবং কোষাধ্যক্ষ ফেডারেশনের বিগত বৎসরের হিসাব নিরীক্ষা সাধারণ পরিষদের অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন।

সাধারণ নির্বাচন ঃ

৮.৩। প্রতি ৪ বৎসর অন্তর (কাউন্সিলর/ভোটার হওয়ার যোগ্যতা অর্জন সাপেক্ষে) কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন সাধারণ পরিষদের সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে অনুষ্ঠিত হবে। সহ-সভাপতি, যুগ্ম সম্পাদক এবং সদস্যদের জ্যেষ্ঠতা, ভোট প্রাপ্তির মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।

৮.৪। এফিলিয়েটেড সংস্থা/ক্লাব নির্বাচনের পূর্ববর্তী চার বৎসরের মধ্যে যে কোন একটি জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা সাপেক্ষে কাউন্সিলর/ভোটার হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে।

৮.৫। একজন প্রার্থী শুধুমাত্র একটি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।

৮.৬। নির্বাচনের তারিখ অন্ততঃ ৩০ দিন পূর্বে সকল সদস্যকে জানাতে হবে।

৮.৭। নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পদ্ধতি/ইস্তেহার সম্পর্কে সাধারণ পরিষদের সকল সদস্যকে নির্বাচনের কমপক্ষে ৩০(ত্রিশ) দিন পূর্বে অবহিত করবেন ।

৮.৮। কোন পদের জন্য একাধিক প্রার্থী সমান ভোট পেলে ঐ পদের জন্য পূনঃনির্বাচন হবে।

৮.৯। নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ শেষে সংশ্লিষ্ট ফেডারেশনের প্রস্তাব অনুযায়ী জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ নির্বাচন কমিশন গঠন এবং যথারীতি নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৮.১০।ফেডারেশনের অনুরোধে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক গঠিত নির্বাচন কমিশন নির্বাচন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিধি ও উপ-বিধি প্রণয়ণ করে নির্বাচন পরিচালনা করবে।

৮.১১। নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্ত ব্যয় ফেডারেশন কর্তৃক নির্বাহ করা হবে।

৮.১২। নবনির্বাচিত কমিটির নিকট নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার ১৫(পনের) দিনের মধ্যে পূর্ববর্তী পরিষদ সকল দায়িত্ব হস্তান্তর করবেন। অন্যথায় ১৬(ষোল)তম দিন থেকে নবনির্বাচিত কমিটি দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে বলে গন্য হবে।

৮.১৩।এই গঠনতন্ত্রের অন্যত্র নির্বাচন সম্পর্কে যে বিধান থাকুক না কেন, নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনবোধে সাধারণ সভা ব্যতিরেকেই নির্বাচন সম্পন্ন করতে পারবে।

৮.১৪।একটি নির্দিষ্ট স্থানে আহবানপূর্বক নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে।

সাধারন পরিষদের বার্ষিক সভা ঃ

৮.১৫ ।প্রতি ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে, অথবা কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করবে।

৮.১৬ ।সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভার একমাস পূর্বে সভার বিজ্ঞপ্তি জারী করতে হবে।

৮.১৭ ।কার্যনির্বাহী পরিষদ সাধারণ পরিষদে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা গঠনতন্ত্র মোতাবেক তৈরীর লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগ, জেলা, সংস্থা/ক্লাব থেকে প্রতিনিধির নামের তালিকা সংগ্রহ ও প্রণয়ন (নাম ও পদবীসহ) বার্ষিক সাধারণ সভার একমাস পূর্বে সম্পন্ন করতে হবে।

৮.১৮ । সাধারণ পরিষদের কার্যকাল হবে ৪(চার) বছর।

ধারা - ৯ ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন ঃ

বাংলাদেশ ভারোত্তোলন ফেডারেশনের নিম্নোক্ত কার্যনির্বাহ পরিষদ থাকবে ঃ

সভাপতি	-	১ জন	(সরকার কর্তৃক মনোনীত)
সহ-সভাপতি	-	৪ জন	(নির্বাচিত)
সাধারণ সম্পাদক-		১ জন	(নির্বাচিত)
যুগ্ম-সম্পাদক	-	২ জন	(নির্বাচিত)
কোষাধ্যক্ষ	-	১ জন	(নির্বাচিত)
সদস্য	-	১৪ জন	(নির্বাচিত)
সদস্য	-	২ জন	(জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মনোনীত)
মোট	-	২৫ জন	

ধারা - ১০ ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের দায়িত্ব ও কার্যপরিধি ঃ

১০.১ । **সভাপতিঃ**

সভাপতি উপস্থিত থেকে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা, বিশেষ সভা ও বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করবেন। উপ-কমিটির যে কোন সভায় সভাপতিত্ব করতে পারবেন। কোন বিতর্কিত বিষয়ে সমতা দেখা দিলে তিনি কাষ্টিং ভোট প্রদান করতে পারবেন। তিনি জরুরী বিষয়ে সাধারণ সম্পাদকের সাথে আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন এবং পরবর্তীতে তা কার্যনির্বাহী কমিটিতে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন।

১০.২ । **সহ-সভাপতি ঃ**

সভাপতির অনুপস্থিতিতে, জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সহ-সভাপতি সভায় সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। সভাপতিকে তার সকল প্রকার কর্মকান্ডে সাহায্য-সহযোগিতা করবেন।

১০.৩ । **সাধারন সম্পাদক ঃ**

সাধারণ সম্পাদক সভাপতির সাথে আলোচনাক্রমে বার্ষিক সাধারণ সভা, বিশেষ সভা, কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহবান এবং সভার কার্যবিবরণী সংরক্ষণ করবেন। তিনি সভার সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকর ও বাস্তবায়ন করবেন। তিনি গঠনতন্ত্র ও নিয়মাবলী প্রয়োগ করবেন। ফেডারেশনের পক্ষ হতে তিনিই চিঠিপত্র আদান-প্রদান করবেন। তিনি নথিপত্র সুশৃঙ্খলভাবে ও নিরাপদে সংরক্ষণ করবেন। তিনি গঠনতন্ত্রের অন্যান্য উল্লেখিত অথবা ফেডারেশনের প্রশাসনিক প্রয়োজনে সকল দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি তার যে কোন দায়িত্ব যুগ্ম-সম্পাদকদ্বয়ের উপর ন্যস্ত করতে পারবেন। তিনি বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন এবং ব্যয় অনুমোদন করবেন। তিনি ভারোত্তোলন রেফারীদের লাইসেন্স প্রদান করবেন।

WG. CDR. MOHYUDDIN AHMAD (Retd.)
General Secretary

১০.৪। **যুগ্ম সম্পাদকঃ**
যুগ্ম-সম্পাদক সাধারণ সম্পাদককে তাঁর কার্যে সহায়তা প্রদান করবেন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদ বা সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক মৌখিক/লিখিতভাবে আরোপিত দায়িত্ব পালন করবেন। সাধারণ সম্পাদকের অনুপিস্থিতিতে তার দায়িত্বসমূহ জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পালন করবেন। তাহারা ফেডারেশনের অন্তর্ভূক্ত সংগঠনসমূহের সাথে সুন্দর সম্পর্ক রাখার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১০.৫।**কোষাধ্যক্ষঃ**
কোষাধ্যক্ষ আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখবেন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত অডিট রিপোর্টের বিবরণ বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করবেন। তিনি যথারীতি রশিদ প্রদান পূর্বক সমস্ত প্রাপ্য অর্থ গ্রহণ করবেন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে সমুদয় অর্থ নির্ধারিত ব্যাংকে গচ্ছিত রাখবেন।

তিনি সাধারন সম্পাদক কর্তৃক অনুমোদিত বিল ও ভাউচার সমূহের টাকা সময়মত পরিশোধ করবেন। অনুমোদিত কার্যকলাপের জন্য তিনি অগ্রিম অর্থ প্রদান করতে পারবেন। তিনি হিসাব নথিপত্র নিরাপদে সংরক্ষণ করবেন। তিনি ফেডারেশনের হিসাব ও অর্থ সংক্রান্ত সকল কার্যাদি সম্পন্ন করবেন।

১০.৬।**সদস্যবৃন্দ ঃ**
তাহারা সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক ও কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক আরোপিত সকল দায়িত্ব সততা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করবেন।

ধারা - ১১ তহবিল পরিচালনা, হিসাব এবং নিরীক্ষা ঃ

১১.১। সরকার, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও জাতীয় অলিম্পিক কমিটি হতে প্রাপ্ত অনুদান, পৃষ্টপোষক, ব্যক্তি বা সংস্থা হতে প্রাপ্ত চাঁদা/টাকা টিকেট বা বিজ্ঞাপণ লব্ধ হতে প্রাপ্ত অর্থ এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থার বাৎসরিক চাঁদা ও এফিলিয়েশন ফিস হবে ফেডারেশনের তহবিলের উৎস। চ্যারিটি শো, ক্রীড়া (ভারোত্তোলন) লটারী এর মাধ্যমে তহবিল গঠন করা যাবে।

১১.২। ফেডারেশনের সকল তহবিল যে কোন তফশিলী ব্যাংকে রাখা হবে। ব্যাংকের হিসাব সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এই তিন জনের যে কোন দুই জনের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

১১.৩। ফেডারেশনের দৈনন্দিন কাজের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অর্থ অফিসের ক্যাশে রাখা যাবে। তবে জাতীয় প্রতিযোগিতা, জাতীয় প্রশিক্ষণ শিবির, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বা বিশেষ প্রয়োজনে কার্যকরী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে টাকার পরিমান বেশী হতে পারে।

১১.৪। ঐ ধরনের অনুষ্ঠান শেষে ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদের পরবর্তী সভায় খরচকৃত অর্থের হিসাব অনুমোদন করাতে হবে।

১১.৫। প্রতি অর্থবৎসর শেষে সরকার অনুমোদিত নিরীক্ষা ফার্ম কর্তৃক ফেডারেশনের আয়-ব্যয় নিরীক্ষা করে নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন নিতে হবে।

১১.৬। ভারোত্তোলন ফেডারেশনের অর্থবৎসর ১লা জুলাই হতে ৩০শে জুন পর্যন্ত গণ্য করা হবে।

ধারা -১২ ঃ উপ কমিটি ঃ

বাংলাদেশ ভারোত্তোলন ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটি ফেডারেশনের যাবতীয় কার্যক্রম এবং খেলাধূলা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপ-কমিটি গঠন, তাদের কার্যপরিধি নির্ধারণ এবং প্রয়োজনীয় বিধানাবলী প্রণয়ন করে দিবে।

WG. CDR. MOHYUDDIN AHMAD (Retd.)

ধারা-১৩ ঃ গঠনতন্ত্র সংশোধন ঃ

১৩.১। সাধারণ পরিষদের সভায় উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে গঠনতন্ত্র সংশোধন করতে হবে।

১৩.২। সংশোধনী প্রস্তাব কার্যনির্বাহী কমিটির কাছে প্রেরণ করতে হবে। পরবর্তীতে নির্বাহী কমিটির সভায় অনুমোদিত হলে তা সাধারণ সভায় উপস্থাপন করতে হবে। এই সংশোধনী প্রস্তাব অন্ততঃপক্ষে ৩০(ত্রিশ) দিন পূর্বে কাউন্সিলরদের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

১৩.৩। যুক্তি সংগত কারণ থাকা সত্ত্বেও নির্বাহী কমিটি কর্তৃক সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদিত না হলে সেক্ষেত্রে বার্ষিক সাধারণ সভায় সংশোধনী প্রস্তাব আনা যাবে।

ধারা - ১৪ সদস্যপদ বাতিল ঃ

কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সদস্য পূর্ব যোগাযোগ বা অনুমতি ব্যতীত যদি পর পর তিনটি কার্যকরী সভায় অনুপস্থিত থাকেন, সেক্ষেত্রে কার্যকরী পরিষদের সংখ্যা গরিষ্ঠের সম্মতিতে তার সদস্যপদ বাতিল করা এবং তার স্থলে নতুন সদস্য অন্তর্ভূক্ত (কো-অপ্ট) করা যাবে। তবে তৃতীয় সভায় অনুপিস্থিতির সাথে সাথে সাধারণ সম্পাদক লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে জানাবেন।

ধারা - ১৫ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ঃ

ফেডারেশনের কোন সদস্য যদি তহ্বিল তছরুপ করেন, ফেডারেশনের স্বার্থ বিরোধী কিংবা রাষ্ট্র বিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়, সেক্ষেত্রে তিনি সদস্যপদ হারাবেন। এমনকি প্রয়োজনে (যদি কার্যকরী পরিষদ মনে করে) তার বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনানুগ ব্যবস্থাও ফেডারেশন গ্রহণ করতে পারবে।

ধারা - ১৬ শুন্যপদ পুরণ ঃ

১৬.১। পদত্যাগ, মৃত্যু, দেশত্যাগ বা আদালত কর্তৃক শাস্তি প্রাপ্তির কারণে যদি যথাক্রমে সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারন সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের পদ শূন্য হয়, সেক্ষেত্রে পরবর্তী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের মধ্য হতে উক্ত শূন্য পদ পূরণ করা যাবে। একই কারণে যদি সদস্যের পদ শূন্য হয়, সেক্ষেত্রে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে কার্যকরী পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতিতে নতুন সদস্য অন্তর্ভূক্ত (কো-অপ্ট) করা যাবে।

ধারা - ১৭ সভার কোরাম ঃ

১৭.১ (ক)ন্যূনতম পক্ষে প্রতি তিন মাস অন্তর কার্যকরী পরিষদের সভা একবার অনুষ্ঠিত হবে।

(খ) কার্যকরী পরিষদের সভার নোটিশ কমপক্ষে ৭ দিন পূর্বে জারী করতে হবে।

(গ) মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিকে সভার কোরাম ধরা হবে।

১৭.২। **জরুরী সভা ঃ**

(ক) জরুরী সভার ক্ষেত্রে ন্যূনতম পক্ষে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার নোটিশ প্রদান করতে হবে।

(খ) জরুরী সভায় কোন কোরাম প্রয়োজন হবে না। যে কোন সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিতে জরুরী সভা পরিচালনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে।

ধারা-১৮। **বৈধতা ও সংশোধনী ঃ**

১৮.১। এই গঠনতন্ত্র কার্যকর হওয়ার তারিখ হতে পূর্বের গঠনতন্ত্র অকার্যকর ও বাতিল বলে গণ হবে।

১৮.২। অকার্যকর ও বাতিল গঠনতন্ত্র দ্বারা ইতিপূর্বে গৃহীত আইনানুগ সকল কার্যাদি, ব্যবস্থা বা সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র এই গঠনতন্ত্র বলবৎ হওয়ার কারণে অবৈধ বলে গণ্য হবে না।

WG. CDR MOHYUDDIN AHMAD (Retd.)
General Secretary
Bangladesh Weightlifting Federation